দৈনিক সংবাদ

তারিখ 20 NOV 1987
পৃষ্ঠা 4 কলাম 3

26

একজন শিক্ষক ও তাঁর জগৎ

অনিরুদ্ধ

ছোটবেলা তিন আনা সিরিজের জীবনী পড়েছি। ত্রিশের দশকের মধ্যভাগে। তাদের কেউ পণ্ডিত যেমন ভাষাবিদ হরিনাথ দে, কেউ দানবীর হাজী মুহম্মদ মহসীন, কিন্তু সকলেরই লক্ষ্য এক—দেশে শিক্ষা বিস্তার। এমনি জীবনী পড়েছি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের, আরও অনেকের। একালে সে ধরনের জীবনীগ্রন্থ শিশুদের জন্য সবে লেখা শুরু হয়েছে। লক্ষ্যটা অবশ্যই কোন আদর্শ সম্পর্কে শিশুদের সচেতন করা। কিন্তু তবুও কেন যেন মনে হয়, এসব উদ্দেশ্যবিহীন, খুব একটা কাজ দিচ্ছে না। আরও, একটু বড় হয়ে পড়েছি বিজ্ঞান সাধকের জীবনী যেমন গ্যালিলিও নিউটন, কোপারনিকাস। এখন কিণ্ডারগার্টেনে যাদের ভবিষ্যৎ নাগরিক হিসাবে গড়ার জন্য শিক্ষা দেওয়া হয়—উপযুক্ত করে তোলা হয় ক্যাডেট স্কুল আর কলেজের জন্য, তাদের অনেকেই এদের নাম দূরে থাক নিকট-অতীতে এদেশে যারা আত্মনিবেদন করেছেন জাতির বিবেককে সচেতন করতে নানাভাবে তাদের কোন খোঁজ খবরই রাখেনা।

মাসকয়েক আগে অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন লিখিত 'স্মৃতিকণা' বইখানা হাতে এসেছে। এতে তাঁর নিজের জীবনের কথা আছে। তারচেয়ে বেশী পেলাম একজন শিক্ষাব্রতীর সাধনার কথা। আত্মপ্রচার নয়, একান্ত সহজ সরল ভঙ্গিতে বলেছেন তারছেলেবেলার পরিবেশ, শিক্ষাজীবনের কথা, শিক্ষকতার কথা।

তাঁর কাছে যারা শিক্ষা লাভ করেছেন এবং সমাজে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, তারা এখন কখনও কখনও কথা প্রসঙ্গে অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেনের কথা বলেন। শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করেন। যার একমাত্র ধ্যান-জ্ঞান ছিল ছেলেমেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো বিস্তার করা।

আজীবন শিক্ষাব্রতী হিসেবেই নিজের ভূমিকা পালন করেছেন একান্ত নীরবে, প্রচারের পাদপ্রদীপের আলোয় আসেননি। অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন। অধ্যক্ষ টি. হোসেন নামেই তার পরিচয়।

চৌমুহনী কলেজে শিক্ষকতা করেছেন দীর্ঘদিন ধরে এটাই তার একমাত্র কৃতিত্ব নয়। এই কলেজটি দেশভাগ হওয়ার পর আর্থিক সংকটে পড়ে। শিক্ষক সংকটও ছিল। বেশীর ভাগ হিন্দু শিক্ষক চলে গেছেন। এমত অবস্থায় এই কলেজটিকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বোর্ন থেকে শুরু করে শেরে বাংলা ফজলুল হক, মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন থেকে শুরু করে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান সবার কাছে গিয়েছেন অর্থ সাহায্যের জন্য। নিজেকে জনসমক্ষে তুলে ধরা নয়, আখের গুছিয়ে নেওয়া নয়, এদেশের ছাত্রছাত্রীদের মানুষ করে গড়ে তোলাই ছিল তাঁর একমাত্র লক্ষ্য। চেষ্টা করে হাওয়া বুঝে পাল ঘুরিয়ে দিয়ে সিঁড়ি বেয়ে অনেক উপরে উঠে যাওয়ার সুযোগ ছিল তার। কিন্তু কোন দিকেই কোন লক্ষ্য ছিল না। এমন একজন ব্যক্তি যাকে বলা চলে নির্লোভ, নিরহংকারী। দুঃখের বিষয়, তাকে স্মরণে রাখার জন্য তেমন কোন ব্যবস্থা হয়নি। না, তার নামে সড়কের নামকরণের কথা বলছি না। আমি বলতে চাই এখন যখন সকলে দু'হাতে স্বর্ণ আহরণ করেছেন, সেই অসুস্থ বিকারের মধ্যে যদি এ রকম একজন শিক্ষাব্রতীর কর্মময় জীবনের সঙ্গে তরুণ প্রজন্মের পরিচয় করিয়ে দেওয়া হত, তবে জীবনে সুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পেত। আমাদের দেশে আরও অনেক বিদ্বান, প্রতিভাধর আছেন, যেমন ডঃ শহীদুল্লাহ। এদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা অপরিসীম। মনে হয় এ ধরনের লোকের নাগাল পাওয়া শক্ত। অথচ তাকে আমরা কতটুকু জানতে চেয়েছি, আমাদের গর্ব বলে শুধু তৃপ্ত হওয়া ছাড়া। তিনি সাধারণের মধ্যে থেকেও অসাধারণ। কোন দূরত্বের অনুভব তিনি রাখতেন না।

ঠিক একই কথা বলা চলে অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন সম্পর্কে। আমরা ক'জনে জানি অধ্যক্ষ টি হোসেন, ডঃ শহীদুল্লাহ, কাজী আবদুল ওদুদ, মোহিতলাল মজুমদার, ডঃ মাহমুদ হাসান, পল্লীকবি জসিমউদ্দিনসহ বহু গুণীজনের স্নেহের পাত্র ছিলেন।

বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলামের এতদূর অনুরক্ত ছিলেন তিনি যে, একদা বেশভূষায় তার অনুকরণ করতেন বলে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। বিদ্রোহী কবি একদা তাকে বলেছিলেন:

"তুমি আমার বেশ অনুরাগী, আমার পোশাক-পরিচ্ছদও তুমি বেশ অনুকরণ করে নিয়েছো দেখছি। আসলে ইমিটেশন ইজ দা বেষ্ট এপ্রিসিয়েশন।"

প্রচণ্ড রকম সঙ্গীতানুরাগী ছিলেন অধ্যক্ষ টি হোসেন। নাটকের প্রতি তার অনুরাগ এতদূর ছিল যে, বৃদ্ধ বয়সেও তিনি নাটক দেখতেন।

একজন প্রচণ্ড রকম জীবনবাদী মানুষ। উদার চরিত্র, অসাম্প্রদায়িক। সঙ্গীত অনুরাগ সম্পর্কে তার নিজের ভাষায় "... তখন হই আমি সুরলোকের আনাল হক।"

সমাজ সম্পর্কে তার গভীর অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় মেলে নীচের কথাতে:

"সাধারণ হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কড়াকড়ি ছুৎমার্গ প্রচলিত থাকলেও সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান জমিদারদের মধ্যে খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারে তা কিছুটা শিথিল ছিল, বিশেষ করে মদ আর মাংস ভোজনে। তাছাড়া হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের মুসলিম বাইজী ও হিন্দু বেশ্যার সম্মিলিত নাচগানের আসরে ছুৎমার্গ বলে কোন কিছুরই বালাই ছিল না। কোন শুভ কাজে এদের মিল না হলেও অপকর্মের সময়ে এদের ভিতর অকৃত্রিম হৃদ্যতা জেগে উঠতো।"

অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন ছিলেন ইতিহাসসচেতন। ছোট নানার প্রভাব পড়েছিল তার জীবনে প্রচণ্ডভাবে। বলা চলে মানবতার দীক্ষা তিনি পেয়েছেন তার কাছে। শিক্ষকতার মর্মবাণী পেয়েছেন তার নিকট থেকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় তিনি চৌমুহনী কলেজকে গড়ে তুলেছিলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরও আবার আর্থিক সংকটে পড়েছিল কলেজটি। অধ্যক্ষ টি হোসেন আবার নেমে পড়লেন কলেজটিকে স্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত করতে। শিক্ষার প্রতি অনুরাগ, ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা সম্পর্কে এমন উদ্বেগ এবং তার জন্য প্রাণপাত পরিশ্রমের নিদর্শন আজকের দিনে বিরল।

অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেন নিজের জীবনের অভিজ্ঞতা 'স্মৃতিকথা' গ্রন্থে চমৎকারভাবে তুলে ধরেছেন। একান্ত অন্তরঙ্গভাবে তিনি ঘটনাবলী দেখেছেন। বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু তার লক্ষ্য ছিল একটি জাহাজের ক্যাপ্টেনের মত। সমুদ্র যাত্রার মধ্যে নানারূপ ঘটনা, সাগরের ঢেউ, সূর্যোদয়, সূর্যাস্ত, জাহাজের জীবনযাত্রার মধ্যে ক্যাপ্টেনের মাথার করোটির ভেতর থাকে দূর বন্দরের ছবি। তেমনি অধ্যক্ষ তাফাজ্জল হোসেনের লক্ষ্য ছিল মাত্র একটি। চৌমুহনী কলেজকে ঘিরেই তার সকল কর্মকাণ্ড এবং ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা। একই কলেজে তিনি ত্রিশ বছরের মত অধ্যাপনা করছেন। ক্ষমতালিপ্সা নয়, সকলের ভালবাসা আর শ্রদ্ধায় তিনি দীর্ঘদিন ধরে কলেজটি পরিচালনার লক্ষ্য ছিল শিক্ষাবিস্তার একবার পরিস্থিতি না পছন্দ দেখে ইস্তফা দিয়ে চলে গেলেও, তাকে আবার ফিরতে হয়েছিল কলেজের কল্যাণের জন্যই।

তিনি সাহিত্যরসিক ছিলেন। শুধু তাই নয়, স্মৃতিকণা গ্রন্থখানি তার সাহিত্যিক গুণাবলীরও সাক্ষ্য। কিন্তু শিক্ষকতাকে তিনি দিয়েছেন সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

শিক্ষকতা পেশা বর্তমানে তত্ত্বগত ক্ষেত্রে গৌরবের হলেও শিক্ষিতদের বিশ্বাস ও আকর্ষণ শিথিল হয়েছে। এ সময়ে প্রয়োজন অধ্যক্ষ টি হোসেনের মত লোকের। শিক্ষকতায় যার স্পৃহা ছিল আজীবন। 'শিক্ষকতো নিছক বক্তা নন। তিনি আচার্য, জ্ঞানবৃক্ষ" (স্মৃতিকণা পৃঃ ১৯) এই আদর্শবাণীই ছিল তার শিক্ষকতার মর্মে।

এধরনের শিক্ষক এবং মনীষীর জীবনের সাথে আমাদের তরুণ প্রজন্ম যতই পরিচিত হবে, ততই শিক্ষাঙ্গনের সংকটের একটি প্রধান সমস্যার সমাধান হবে।

যারা রাজনীতিবিহীন শিক্ষা এবং শিক্ষাবিহীন রাজনীতির কথা বলেন, তারা আসলেই অধ্যক্ষ টি হোসেন বর্ণিত হিন্দু-মুসলিম জমিদারদের মত—যারা শুভকর্মে মিলিত হতে জানেন না, অপকর্ম করেন একযোগে অকৃত্রিম হৃদ্যতা নিয়ে।

খুব বেশী দিন হয়নি, অধ্যক্ষ টি হোসেন ইন্তেকাল করেছেন। আপন পরিমণ্ডল ছাড়া ছাত্র-শিক্ষক মহল ব্যতীত তাঁর অভাব সাধারণভাবে আমরা অনুভব করিনি। এই অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য চাই জীবনী গ্রন্থমালা যার মধ্য দিয়ে আমরা চিনবো আমাদের রক্ত কতটা লাল, পূর্বসূরিদের নিকট আমরা কতটা ঋণী।